Jahangirnagar University Journal of Journalism and Media Studies
Vol 1 • 2014 • ISSN 2409-479X

পুস্তক সমালোচনা

যোগাযোগের ভাষা : শামসুর রাহমান ও তাঁর কবিতা

তারেক রেজা[1]

শামসুর রাহমানের কবিতা : অভিজ্ঞান ও সংবেদ
বেগম আকতার কামাল
প্রকাশক : কথাপ্রকাশ, ঢাকা
প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৪
মূল্য : ১৬০ টাকা

বাংলাদেশের কবিতায় শামসুর রাহমানের অবদান ব্যক্তিত্বচিহ্নিত। মানুষের সঙ্গে সংযোগের শক্তিশালী এক ভাষার স্রষ্টা তিনি। এই ভাষা গণমানুষের কথ্যরীতির হুবহু অনুকৃতি নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কথনকৌশল তাঁর কাব্যভাষায় শক্তি সঞ্চার করেছে। ফলে সাধারণের অনুভবের শৈল্পিক রূপায়ণে তাঁর সার্থকতা কালের পরীক্ষায় স্বীকৃত ও সম্মানিত হয়েছে। ভাষা যোগাযোগেরই মাধ্যম, কিন্তু কবিতার ভাষা প্রয়োজনের সংযোগ ও সম্পৃক্তির সীমানা পেরিয়ে পাঠককে পৌঁছে দিতে চায় ভিন্নতর বাস্তবতায়, যেখানে কবি এবং তাঁর কবিতাকে বুঝতে পারার আনন্দ গঙ্গাধারার মতো বুঝতে না-পারার বেদনাবিহ্বল কালো যমুনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। সাংবাদিক ছিলেন তিনি। সংবাদপত্রের যোগাযোগের গতিপ্রকৃতি বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞান যেমন প্রশংসিত হয়েছে, তেমনি কবিতার মাধ্যমে মানুষের অন্তর্গত অনুভবকে জাগ্রত করার কাজটিও তিনি আমৃত্যু অব্যাহত রেখেছেন। কবিতার মাধ্যমে তিনি মানুষের সঙ্গে মিলেছেন, আবার কবিতার সঙ্গেও তিনি মানুষকে মিলিয়ে দিয়েছেন। এই মেলামেশার মানবিক আয়োজনে কবি শামসুর রাহমান কোন মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন, *শামসুর রাহমানের কবিতা : অভিজ্ঞান ও সংবেদ* শীর্ষক গ্রন্থে প্রাবন্ধিক-গবেষক বেগম আকতার কামাল তারই তদন্তে মনোনিবেশ করেছেন।

[1] Tareq Reza is Assistant Professor in the Department of Bangla, Jahangirnagar University, Dhaka, Bangladesh. *Email:* tareqreja@yahoo.com

কবি হিসেবে শামসুর রাহমানের বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বের স্বরূপ শনাক্তকরণের যে-কোন আয়োজনেই আমরা বাংলাদেশের হৃদয় স্পর্শের আনন্দ লাভ করি। এই আনন্দ সঙ্গত কারণেই পাঠকের বোধ ও উপলব্ধির আত্মখচিত ব্যাকরণ দ্বারা নির্মিত ও নিয়ন্ত্রিত। কবিতার স্বভাবই বোধ করি এই যে, এর সান্নিধ্যে পাঠকের সৃজনপ্রতিভা পল্লবিত হতে চায়। পাঠক-চৈতন্যের নিকটাত্মীয় হিসেবেই কবিতা সংবেদনশীল মানুষের আরাম, আনন্দ, বেদনা কিংবা বিষণ্নতায় হাত বাড়িয়ে দেয়– যে হাত কেবল বিশ্বস্তই নয়, প্রশস্তও বটে। বেগম আকতার কামাল শামসুর রাহমানের কবিতার হাত ধরে হেঁটে যেতে যেতে কবিতা সম্পর্কে তাঁর অনুভবপুঞ্জকে সূত্রবদ্ধ করতে চেয়েছেন। তাঁর এই ভ্রমণে রাহমান তাঁকে কেবল সঙ্গই দেন নি, ছন্দও দিয়েছে। এই ছন্দ নিশ্চয়ই রাহমানের কবিতার ছন্দ নয়, আকতার কামাল গদ্যের গায়ে হেলান দিয়ে কবিতার উষ্ণতায় উজ্জীবিত-উদ্দীপিত হয়েছেন এবং এই উজ্জীবন ও উদ্দীপন লেখকের অন্তর্গত থেকেই তা উৎসারিত।

অনেক রকম কবিতার কথা বলেছেন জীবনানন্দ দাশ। তাঁর এই অভিজ্ঞানের সমান্তরালে নিশ্চয়ই বলা যাবে, কবিতার পাঠকও অনেক রকম। বেগম আকতার কামাল এক রকম করে রাহমানের কবিতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। শামসুর রাহমানের কবিসত্তার মৌল প্রবণতাগুলোকে চিনে নেবার প্রয়োজনে রাহমানের সমগ্র রচনার ওপর ভর করার প্রয়াস এই গ্রন্থে অনুপস্থিত। এই গ্রন্থের নামকরণে সমগ্র রাহমানকে ধারণ করার একটা চেষ্টা আছে। তিনি সমগ্রতারই সন্ধান করেছেন, কিন্তু এই অনুসন্ধান-অভিযাত্রায় তিনি রাহমানের চৌদ্দটি কবিতার ওপর নির্ভর করেছেন। 'প্রসঙ্গ-কথা' শিরোনামে লেখকের যে বক্তব্য এই গ্রন্থে মুদ্রিত, তাতে তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'এই নির্বাচনের পেছনে কোনো সুচিন্তিত, স্থির পরিকল্পনা কাজ করেনি, বরং অনিশ্চয়তা রয়েছে।' গ্রন্থের নামকরণে তিনি যে সংবেদ ও অভিজ্ঞান শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন, এর আর্থ-পরিধি বিষয়ে পাঠকের ধারণা যা-ই থাক না কেন, এ-বিষয়ে লেখকের বিবেচনা সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা প্রদান করা হয়েছে। তিনি লিখেছেন, "অভিজ্ঞান' অর্থে আমরা তাঁর আত্মপরিচিতির শিল্পিত চিহ্ন ও স্বরূপকে বুঝতে চেয়েছি, 'সংবেদ' শব্দের পরিসীমায় আনা হয়েছে ইন্দ্রিয়, মনন, বোধ, অভিজ্ঞতা-কল্পনা, জীবনের সমস্ত 'সঙ্গ ও অহেতুকতার' সংস্পর্শ, সময়-দেশ ও শ্রেণীসংস্কৃতিসঞ্জাত কাব্যকৃতিকে এবং ভাষাকাঠামোকে।" কবিতার কারুকাজ প্রসঙ্গেও লেখকের অবিব্যক্তি এই গ্রন্থে সুপ্রকাশিত। তাই রাহমানের কবিতা নির্বাচন পরিকল্পিত না হলেও রাহমানকে নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁর সতর্কতা নিশ্চয়ই পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না।

শামসুর রাহমানের কবিতা : অভিজ্ঞান ও সংবেদ শীর্ষক বইয়ের মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে কবিতা, কবিতা-পাঠ, কাব্যসমালোচনা বিষয়ে লেখক যে ভূমিকা দিয়েছেন, তা থেকে বেগম আকতার কামালকে কাব্যসমালোচক নয়, বরং কবিতা-

প্রেমিক হিসেবেই তিনি পাঠকের কাছে অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠবেন। কবিতার সঙ্গে সময়-সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি-ধর্ম-দর্শনের অন্তরঙ্গ যোগাযোগের যে বয়ান তিনি হাজির করেছেন, তা থেকে বোঝা যায়, কাব্যপাঠের জন্যও গভীর প্রজ্ঞা এবং প্রস্তুতি প্রয়োজন। তিনি দেখিয়েছেন, একজন শামসুর রাহমানের আবির্ভাব কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়, কবির স্বকালের স্বদেশ-বিদেশের বাস্তব ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই একজন রাহমান ব্যক্তিগত আকাশ স্পর্শের স্পর্ধা দেখাতে পারেন। কবির এই আকাশ কখনো আলোয় ভরা, আবার কখনো-বা অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কারণ এই আকাশে তিনি জীবনেরই রূপকল্প নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছেন। নিরবচ্ছিন্ন সুখ যেমন অসম্ভব, তেমনি পরিপূর্ণ নৈরাশ্যে সমর্পিত মানুষের কাছেও জীবন তার পূর্ণ ও প্রকৃত দীপ্তি নিয়ে ধরা দেয় না। রাহমানের কবিতায় মুদ্রিত জীবনই লেখকের আলোচনাকে আচ্ছন্ন করেনি, কবি ও সমালোচকের উপলব্ধির একটা সংযোগ-সেতু পাঠক খুঁজে পাবেন, যে-সেতুর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করাও অসম্ভব হবে না।

এই বইয়ে এক সঙ্গে বাঁধা পড়েছেন দুইজন লেখক – শামসুর রাহমান ও বেগম আকতার কামাল। রাহমানের যে চৌদ্দটি কবিতা অবলম্বনে লেখকের বিবেচনা এই বইয়ে ধরা পড়েছে, সেই কবিতাগুলোও এতে মুদ্রিত। লেখকের বক্তব্যের সারবত্তা অনুধাবনের আগে রাহমানকে পাঠ করে নেওয়ার প্রচ্ছন্ন পরামর্শ এই বইয়ের পরিকল্পনা থেকে অনুধাবন করা যায়। শামসুর রাহমানের 'রূপালি স্নান', 'অ্যাপোলোর জন্যে', 'সেই ঘোড়াটা', 'পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ', 'রৌদ্র করোটিতে', 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯', 'মহর্‌রমি প্রহর, স্মৃতির পুরাণ', 'কবিকে দুঃখ দিয়ো না', 'একজন কবি : তাঁর মৃত্যু', 'নেকড়ের মুখে আফ্রোদিতি', 'অ্যাকুয়াম, কয়েকটি মুখ', 'দৃশ্যপট, আমি এবং অনেকে', 'হোমারের স্বপ্নময় হাত', 'ইকারুসের আকাশ'– এই কবিতাগুলো অবলম্বনে বেগম আকতার কামালের অভিব্যক্তি ধরা পড়েছে। প্রতিটি কবিতার জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধ, প্রত্যেকটি প্রবন্ধের জন্য আলাদা নাম এবং এই নামকরণ থেকেই বোঝা যায়, প্রতিটি কবিতার কেন্দ্রবিন্দুটি তিনি স্পর্শ করতে চেয়েছেন। কয়েকটি প্রবন্ধের নামকরণ লক্ষ করা যাক : 'রূপালি স্নান : কবির অপ্সদীক্ষা', 'পার্কের নির্জন খঞ্জ : আধুনিক লিরিক', 'রৌদ্র করোটিতে : নশ্বর-অনশ্বরের প্রতিন্যাস', 'নেকড়ের মুখে আফ্রোদিতি : কবির মিউজ', 'হোমারের স্বপ্নময় হাত : প্রতীকের লীলালাস্য' ইত্যাদি। কবিতা-নির্বাচনে বিশেষ কোন পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করেছেন তিনি, কিন্তু লক্ষ করা যাবে, শামসুর রাহমানের জনপ্রিয় কবিতাগুলোই এই বইয়ে মুদ্রিত ও আলোচিত হয়েছে। জনপ্রিয় কবিতা সম্পর্কে একটি মন্তব্য প্রায়ই শোনা যায় : লোকমুখে প্রচলিত কিংবা আবৃত্তিযোগ্য কবিতায় একজন প্রতিভাবান কবির মৌলসত্তা মুদ্রিত থাকে না। বেগম আকতার কামাল দেখিয়েছেন, রাহমানের জনপ্রিয় কবিতাবলির গভীর থেকেও তাঁকে অনায়াসে চিনে নেওয়া যায় এবং সেই চেনাজানাও হতে পারে অভিনব এবং অব্যর্থ। তাঁর এই প্রয়াস এই দিক থেকেও গভীর, গুরুত্বপূর্ণ, দায়িত্বশীল এবং দুঃসাহসী। এই নির্বাচন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লেখক বাংলাদেশের কবিতার সাধারণ পাঠকের রুচিবোধ ও শিল্পদৃষ্টির প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন।

শামসুর রাহমানের জনপ্রিয়তার কারণসমূহকে বেগম আকতার কামাল সূত্রবদ্ধ করেছেন, দেখিয়েছেন– জন্মভূমির ইতিহাস-ঐতিহ্য, সৌরভ-সমৃদ্ধি, দুর্যোগ-দুঃসময় কীভাবে তাঁর হাতে কবিতায় রূপ নিয়েছে। শামসুর রাহমানের স্বকালে কেমন ছিল আমাদের বাংলাদেশ, তা হয়তো ইতিহাসের পাঠক এক রকম করে আবিষ্কার করবেন, কিন্তু একাল-ভাবীকালের পাঠকের জন্য রাহমান এমন কিছু কবিতা রেখে গেছেন, যা একই সঙ্গে বিচিত্র শ্রেণি ও শৃঙ্খলার মানুষকে পরিতৃপ্ত করতে পারবে। একালের কবিতার সঙ্গে পাঠকের দূরত্ব বিষয়েও লেখকের বিবেচনা এই বইয়ে সুপ্রকাশিত, শিল্পসাহিত্যের অত্যাধুনিক তাত্ত্বিক তর্ক-বিতর্ক বিষয়েও তাঁর সচেতন অবস্থান লক্ষ করা যাবে। মর্ডানিজম-পোস্টমর্ডানিজমের ডামাডোলে স্রষ্টার যে তাঁর শিল্পকর্মের সম্পর্কচ্ছেদের যে সাহিত্যিক রাজনীতি, তা 'অস্থির, কেন্দ্রহীন, কখনো অর্থশূন্য', কিন্তু রাহমান অনায়াসে সবার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। এর অন্তর্নিহিত কারণটিও লেখক চিহ্নিত করতে চেয়েয়েছেন। রাহমানের আধুনিকতার ধরন সম্পর্কে লেখকের অভিমত : 'তিনি তো বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে আত্মসমগ্র কবিসত্তা নিয়ে অজস্র কবিতা রচনা করে গেছেন। আমাদের রাষ্ট্রিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক নানাস্তরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সজাগতায় তিনি আধুনিক, কারো মতে, আমাদের অপুষ্ট বিকাশ, কারো মতে প্রাক-বুর্জোয়া স্তরের কবি।' বোঝাই যাচ্ছে, বিশেষ কোন তত্ত্বের আলোকে রাহমানকে পাঠ করার কোন প্রয়াসই শেষ পর্যন্ত তাঁর পূর্ণাঙ্গ অবয়বকে স্পষ্ট করে না। তত্ত্ব কেবলই মত ও পথের সংবাদ পরিবেশন করে, সেখানে সজীবতার অভাব প্রবল বলেই এই পদ্ধতিতে প্রাণের অন্দরে প্রবেশের প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়। বেগম আকতার কামাল রাহমানকে পাঠ করতে গিয়ে নানা তত্ত্বের খোঁজখবর জানিয়েছেন, কিন্তু কবিতার অন্তর্দেশে প্রবেশের কাজটি তিনি সম্পন্ন করতে চেয়েছেন অন্তরের উষ্ণতা দিয়ে।

বেগম আকতার কামাল বলেছেন, এই বইয়ে ব্যক্তি শামসুর রাহমানের চেয়ে তাঁর কবিতাকীর্তির প্রতিই তিনি অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং একাডেমিক পাঠাভ্যাসের পরিধি অতিক্রম করে লেখক মুক্ত আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন। তাঁর এই বক্তব্যের প্রতি সমর্থন দেওয়া চলে, কিন্তু কবিতার আলোচনায় কবিকে ছুটি দেওয়ার কোন স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি আছে বলে আমরা মনে করি না। লেখকও রাহমানের হাত ধরেই সামনে এগিয়েছেন, কারণ কবিতার সান্নিধ্য মানেই তো কবির কাছাকাছি আসা। রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ এ-প্রসঙ্গে মনে করা যাক : একমাত্র কবিতার মধ্যেই একজন প্রতিভাবান কবির আত্মপ্রতিকৃতি মুদ্রিত হতে পারে। এই গ্রন্থভুক্ত কবিতাবলির আলোচনাসূত্রে রাহমানের 'সত্তা ও কবিতার মিথস্ক্রিয়াকে হয়তো ধরা যায়নি' বলে উল্লেখ করেছেন লেখক কারণ

তাঁর মতে, 'তা কোন কবির ক্ষেত্রেই ধরা যায় না, তবু একটি মেলবন্ধনের ধরনকে আবিষ্কারে উৎসাহী' হয়েছেন তিনি। এই আবিষ্কার-প্রয়াস কতটা প্রথাবদ্ধ এবং কতটা সৃজন-উন্মুখ, তা অনুধাবনের জন্য লেখকের আলোচনায় মনোনিবেশের বিকল্প নেই, কিন্তু কবিতার গভীর থেকে কবির স্বদেশ ও স্বকালকে বুঝে নেওয়ার কতিপয় সূত্র এই বইয়ে লক্ষ করা যাবে।

কবিতার নির্মাণ যেমন রাজনীতি-নিরপেক্ষ নয়, তেমনি কবিতা-পাঠেও কখনো কখনো পাঠকের রাজনৈতিক অভিজ্ঞান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। রাহমানের কবিতায় কীভাবে নিমজ্জিত হয়েছেন আকতার কামাল এবং সেই নিমজ্জন-প্রসূত অনুভবকে কীভাবে শব্দবন্দি করেছেন তিনি, তার বিস্তারিত আলোচনায় না-গিয়ে একটু নিশ্চিত করেই বলা যায়, রাহমানের শক্তি ও সমৃদ্ধির ভারকেন্দ্র চিহ্নায়নের কাজটি তিনি দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। শামসুর রাহমান প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'তিনি অত্যন্ত অন্তরঙ্গ জীবনের সঙ্গে, অনুত্তেজিত মৃদু কৌতুক তাঁর তাকানোর মধ্যে লেখা করে, এ-কারণে তাঁকে বিদগ্ধজনেরা বলেন দ্রষ্টা [অবশ্য দার্শনিক অর্থে নয়], হর্ষ-বিষাদ-প্রেম-স্বপ্ন তাঁর জীবন-সংরাগের অনুরণন হয়ে ওঠে।' এই জীবন-সংরাগে ভর করেই রাহমান পাঠকের প্রাণের মানুষ হয়ে ওঠেন।

নির্বাচিত চৌদ্দটি কবিতার আলোকে রাহমানকে বুঝে নেওয়ার এই আয়োজনে লেখক কবির বিভিন্ন কাব্যের শরণ নিয়েছেন, গ্রন্থসমূহের রচনাকালের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন এবং কোনো কোনো কবিতার জন্মলগ্নের ইতিহাস সম্পর্কেও কৌতুলোদ্দীপক তথ্য পরিবেশন করেছেন। আলোচিত কবিতাগুলোর প্রথম প্রকাশ এবং গ্রন্থভুক্তির খোঁজখবরও দিয়েছেন তিনি। একটি কবিতার আলোচনায় উঠে এসেছে আরো অনেকগুলো কবিতার নাম এবং সেই কবিতাবলির একটি তুলনামূলক পাঠ নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। 'নেকড়ের মুখে আফ্রোদিতি' কবিতার আলোচনায় প্রসঙ্গত উঠে আসে তাঁর 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে' শীর্ষক কবিতার নাম। গ্রিক প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবি আফ্রোদিতিকে তিনি নেকড়ের মুখে তুলে দিয়ে কবি তাঁর বিপন্ন বাংলাদেশের ছবি এঁকেছেন। কিন্তু কবি জানেন, এই বৈরি-বাস্তবতাই শেষ কথা নয়, স্বপ্নের পাখা মেলে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে অনেক দূর। এভাবেই একটি কবিতাকে সঙ্গে অন্য একটি কবিতার সংরাগে উপস্থাপন করেছেন লেখক। পাঠকের স্মৃতিভাণ্ডারে সদ্য জাগিয়ে তোলা রাহমানের কোন একটি কবিতা-প্রসঙ্গে গবেষক ঘুরে আসতে চেয়েছেন বিস্তৃতির বিপুল ভূখণ্ডে যাতে সংযোগের সেতুসমূহ সুদৃঢ় অবয়ব লাভ করতে পারে। এভাবেই রাহমানের সমগ্রতাকে স্পর্শ করার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি।

বেগম আকতার কামাল কাব্যশৈলির আলোচনায়ও রাহমানের নির্বাচিত কয়েকটি কবিতার দর্পণে তাঁর আরো অনেক কবিতার মুখ দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। তুলনা-প্রতিতুলনার বিভিন্ন ধাপে তিনি দেখে নিতে চেয়েছেন কবিতা কীভাবে পাঠকের পরিচিত ভাবানুষঙ্গে গায়েও বিস্ময়ের পোশাক পরিয়ে দেয়। পাঠককে তিনি কাব্যসঞ্জাত আলো-অন্ধকারের অলিগলিতে ঘুরিয়ে এনেছেন এবং এভাবেই কবিতার নিকটাত্মীয়ের মাথার ভেতরে সক্রিয় বোধসমূহে শিল্পের সত্য অনুধাবনের অনুপ্রেরণা প্রদান করেছেন। রাহমানের কবিতার প্রাকরণিক প্রবণতার সঙ্গে বিষয়গত পরিমণ্ডলের যোগাযোগ বিষয়েও আলোচনা করেছেন তিনি। ফলে পাঠকের প্রাণের সঙ্গে নিজের প্রাণকে বেঁধে নেওয়ার নিপুণ কারিগর শামসুর রাহমানের কবিস্বভাব ও শৈলিস্বাতন্ত্র্য বিষয়ে বেগম আকতার কামালের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করা যায়।